ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ

জুমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

31 - October - 2025

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ কর্তৃক পরিচলিত মাসজিদ সমূহের জন্য
৩১ অক্টোবর ২০২৫ ইং (সম্ভাব্য ইসলামি তারিখ: ৮ জুমাদিউল উলা ১৪৪৭ হিজরী) এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৭)

ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... কল্যাণহীন মানুষ
- ★... প্রাণীরাও অভিশাপ দেয়...!!
- ★... সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি
- ★... আত্মীয়তা বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত..... ৩
আয়াতে করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ৫
কল্যাণহীন মানুষ..... ৮
(১) আল্লাহর অবাধ্যতা.....৯
পশুরাও অভিশাপ দেয়...!.....১০
নাফরমানের উপর আল্লাহর লানত.....১০
হৃদয় উল্টে দেওয়া হয়.....১১
তাওবা ও ইস্তেগফার সুন্দর জীবনের উৎস.....১৩
(২) সম্পর্কচ্ছেদ একটি খারাপ দোষ.....১৪
সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি.....১৫
ফুফুর সাথে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে নিলেন.....১৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণাম.....১৭
সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেওয়ার ফযীলত.....১৮
অমুক আমার সাথে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে.....১৮
আত্মীয়তা বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা.....১৯
(৩) পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা.....২০
জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না!.....২১
কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি.....২২
বয়ানের সারসংক্ষেপ.....২৩
দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত অ্যাপ্লিকেশন.....২৪
সঠিক কোনটি?.....২৪
আসমাউল হুসনার বরকত (ওয়াযীফা).....২৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সামুরাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: আমরা আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী আমলসমূহ কী কী? আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: সত্য বলা এবং আমানত আদায় করা। সে বলল, আরও কিছু বলুন! তিনি বললেন: তাহাজ্জুদের নামায এবং গ্রীষ্মকালের রোযা। সে পুনরায় বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আরও কিছু বলুন! তিনি বললেন: অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করা অভাব দূর করে।

(আল কৃওলুল বদী, আল বাবুস সানী মিন সাওয়াবুস সালাত আলার রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, ১৩৫ পৃ:)

گر پڑھیں صدقِ دل سے، کافی ہے	جملہ حاجات کو درود شریف
پائیں گے چار پشت تک برکت	دل سے بھیجیں گے جو درود شریف

গার পঢ়হেঁ সিদকে দিল সে, কাফী হ্যা জুমলা হাজাত কো দুরুদ শরীফ
পায়েঙ্গে চার পুশত তক বরকত দিল সে ভেজেঙ্গে জো দুরুদ শরীফ

(নূরে ঈমান, ৩৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمِ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা পারা ১, সূরা বাকারার ২৭ নং আয়াত শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এর পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কুরআন থেকে এবং কুরআনে বর্ণিত উদাহরণসমূহ থেকে সবাই হেদায়েত পায় না, বরং অনেক মানুষ কুরআনী উদাহরণসমূহ পড়ে উল্টো পথভ্রষ্টতায় আরও বেড়ে যায়। কারা সেই মানুষ, যারা এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হেদায়েতের কিতাব থেকেও হেদায়েত লাভ করতে পারে না? এই আয়াতে এমন হতভাগ্য মানুষদের তিনটি দোষ বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা শোনার আগে আমাদেরকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, এই তিনটি দোষ সাধারণ নয়, বরং এতই বিপজ্জনক যে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, (১) সে প্রথমে কুরআন মাজীদের মতো হেদায়েতের কিতাব থেকেও হেদায়েত পায় না, বরং পথভ্রষ্টতায় আরও বেড়ে যায় এবং (২) দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তও। তাই কুরআন কারীমের আলোকে আমাদের এই তিনটি দোষ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সেই সাথে দৃঢ় সংকল্পও করতে হবে যে, আমরা এই তিনটি দোষ থেকে সবসময়

দূরে থাকব। আসুন! কুরআনের আয়াত শোনা এবং বোঝার সৌভাগ্য অর্জন করি:

আয়াতে করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল্লাহ পাক বলেছেন:

اَلَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِهٖ۪

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তা দৃঢ় করার পর।"

(১) এটি প্রথম দোষ: আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা। আল্লাহর ওয়াদা কী? এটি ভঙ্গ করার অর্থ কী? এর একটি অর্থ ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তাঁর আদেশাবলী এবং এই ওয়াদা ভঙ্গ করার অর্থ হলো: আল্লাহর অবাধ্যতা করা। **(তাফসীরে তিবরী, পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ২৭, খন্ড: ১, পৃ: ২১৯ সারসংক্ষেপ)** উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ পাক নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু নামায না পড়া; আল্লাহ পাক রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু রোযা না রাখা; একইভাবে, আমাদের যত আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালন না করা এবং যত কিছু থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত না থাকা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করার শামিল। আরও বলা হয়েছে:

وَ یَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে।"

(২) এটি দ্বিতীয় দোষ: প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি বন্ধন যা আল্লাহ পাক জুড়তে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করা। **(তাফসীরে তাবারী, পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ২৭, খন্ড: ১, পৃ: ২২১-২২২)** উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ রয়েছে, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা; ভাই-বোনদের সাথে ভালো আচরণ করার আদেশ রয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যেমন চাচা, মামা, ফুফু, খালা প্রমুখের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ রয়েছে, তাদের সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

এবং তৃতীয় দোষ হলো:

وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ
(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।"

পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, প্রতিটি কাজ, কথা, বা পদক্ষেপ যা আমাদের ঘরে, গলিতে, মহল্লায়, সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়, এমন কাজ করা পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ: (১) কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, তাকে দেখে অন্যরাও তার অনুকরণ করে, এটিও পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদের একটি রূপ যে, এর কারণে মানুষ গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। (২) তেমনি ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি প্রচার করা (৩) সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে গুনাহের প্রতি উস্কানি দেওয়া। (৪) মনে ফিতনা ঢুকিয়ে দেয়া। (৫) মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য বানানো। (৬) নবী ও ওলীদের অসম্মান করতে উৎসাহিত করা। (৭) হত্যা

ও লুণ্ঠন, জুলুম ও অত্যাচার করা বা (৮) এর প্ররোচনা দেওয়া ইত্যাদি সবই পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার রূপ।

এইগুলো মোট তিনটি দোষ: (১) আল্লাহর অবাধ্যতা করা, (২) আত্মীয়তা ছিন্ন করা (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা) এবং (৩) পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি দোষ থাকে, তার একটি শাস্তি হলো, এমন খারাপ ব্যক্তি পথভ্রষ্টতায় পড়ে যায় এবং দ্বিতীয় শাস্তি হলো:

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾
(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "তবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

خَاسِر (ক্ষতিগ্রস্ত) শব্দের আভিধানিক অর্থ: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তার কর্মের কারণে নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে, তাকে خَاسِر অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়। **(তাফসীরে তাবারী, পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ২৭, খন্ড: ১, পৃ: ২২২)** এটি এক বিশাল বঞ্চনা। আপনি অনুমান করুন! আল্লাহ পাক রহমান, রহীম, করীম, অত্যন্ত মেহেরবান; হাদিস শরীফ অনুযায়ী আল্লাহ পাকের ১০০টি রহমত রয়েছে, এর মধ্যে মাত্র একটি রহমতের প্রকাশ এই দুনিয়ায়। মা তার সন্তানদের প্রতি, বাবা তার সন্তানদের প্রতি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি একটি ছোট্ট পাখি তার ছোট্ট ছানাদের প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে, তা আল্লাহ পাকের এই একটি রহমতের কারণেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের ১০০টি রহমতেরই প্রকাশ ঘটবে। **(মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, বাবু ফি সাআতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, পৃ: ১০৫৬, হাদিস: ২৭৫২)** এত বেশি রহমত থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত

থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়, সে কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত!

যাকে আল্লাহ পাকরই রহমত নসীব হয় না, সে আর কোথায় আশ্রয় পাবে? সে কীভাবে নিজেকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে? তাই যে خَاسِر, সে অনেক বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর এমন ব্যক্তির অবস্থা কী হয়? এই বিষয়ে একটি বর্ণনা শুনুন!

কল্যাণহীন মানুষ

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট আরয করল: আল্লাহ পাক যেহেতু মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনি তাদের কেন আযাব দিবেন? (এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে মানুষ এমন প্রশ্ন করে থাকে যে, যেখানে আল্লাহ পাক রহমান, মায়ের চেয়েও বেশি মেহেরবান, তখন তিনি তাঁর বান্দাদের কেন আযাব দিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন!) যখন বনী ইসরাঈল প্রশ্ন করল, তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী পাঠালেন, বললেন: হে মূসা! চাষাবাদ কর! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام চাষাবাদ করলেন (উদাহরণস্বরূপ গম উৎপাদন করলেন)। আল্লাহ পাক বললেন: হে মূসা! এখন এটি কাটো! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কাটাই করলেন। এরপর আদেশ হলো: দানা এবং তুষ আলাদা কর! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই আদেশও পূরণ করলেন। তারপর বলা হলো: দানা পরিষ্কার কর! দানা পরিষ্কার করা হলো। অতঃপর আল্লাহ পাক বললেন: হে মূসা! বাকি কী রইল? আরয করলেন: শুধু তুষ বাকি রইল, যাতে কোন কল্যাণ ছিল না। আল্লাহ পাক বললেন: হে মূসা! একইভাবে

আমিও আমার সৃষ্টি থেকে শুধু তাকেই আযাব দিব, যার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, সায়্যিদ বিন জুবাইর, খন্ড: ৪, পৃ: ৩১৬, ক্রমিক নং: ৫৭০১)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এই হলো ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা, ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত বান্দা...!! তার অবস্থা কী? সে খালি তুষের মতো, যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন ক্ষতি থেকে রক্ষা করুক! তিনটি দোষ রয়েছে যা মানুষকে এমন মূল্যহীন করে তোলে:

(১) আল্লাহর অবাধ্যতা

প্রথম দোষ হলো: আল্লাহর অবাধ্যতা করা, তিনি যা করতে আদেশ করেছেন, তা না করা, যা না করতে আদেশ করেছেন, সেই কাজগুলোতে জড়িয়ে পড়া। মনে রাখবেন! আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে, তাওবা করে না, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে না, সে আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর দরবারে তার কোনো মূল্য থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়, যার আল্লাহর দরবারে কোনো মূল্য থাকে না, সে কোথাও সম্মান পায় না। পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত ১৮-এ বলা হয়েছে:

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব , আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "আর আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।"

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: জানা গেল যে, সম্মান ও সুখ্যাতি হওয়া কোনো জাতি বা ব্যক্তির উত্তরাধিকার নয় যে, কোনো ব্যক্তি

যতই খারাপ কাজ করে বেড়াক, তার আমলনামা গুনাহে ভরপুর হোক, তার চরিত্র অবাধ্যতা দ্বারা কলঙ্কিত হোক, তা সত্ত্বেও সে ইজ্জতের সাথে জীবন কাটাবে... না! না! এমনটি নয়, বরং যে ব্যক্তি তার চরিত্র ও নৈতিকতা, সৎকর্ম, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দ্বারা নিজেকে ইজ্জতের যোগ্য প্রমাণ করে, আল্লাহ পাক তাকে ইজ্জত দান করেন এবং যে ক্রমাগত অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তাকে লাঞ্ছনার গভীর গর্তে ফেলে দেওয়া হয়।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াতের পাদটীকা: ১৮, খন্ড: ৬, পৃ: ৪১৮)

পশুরাও অভিশাপ দেয়...!

হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন দুর্ভিক্ষ তীব্র আকার ধারণ করে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন পশুপাখিও অবাধ্যদের উপর অভিশাপ দেয় এবং বলে: এই দুর্ভিক্ষ মানুষের গুনাহের কারণে।

(তাফসীরে বাগভী, পারা: ২, আয়াতের পাদটীকা: ১৫৯, খন্ড: ১, পৃ: ১৩০)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করুন! এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব), কিন্তু যখন সে গুনাহ করে, তার অবাধ্যতা সীমা অতিক্রম করে, তখন পশুরা, যারা আমাদের চেয়ে অনেক নিচে, তারাও মানুষকে মন্দ বলে। জানা গেল; যে অবাধ্য, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায় এবং মানবীয় মর্যাদা থেকে নেমে লাঞ্ছনার গভীর গর্তে পড়ে যায়।

নাফরমানের উপর আল্লাহর লানত

হযরত ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক বনী ইসরাইলের নবীদের মধ্যে কোন একজন নবীর (عَلَيْهِ السَّلَام) কাছে ওহী পাঠালেন: বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট

হয়ে যাই। আর যখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাই, তখন তাকে বরকত দান করি। যখন বান্দা আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। আর যখন আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই, তখন তার উপর লানত বর্ষণ করি এবং আমার অভিশাপ তার সাত পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছায়। **(আয যুহুদ লি ইমাম আহমদ, যুহুদ নূহ عَلَیْہِ السَّلَام, পৃ: ৮১, হাদিস: ২৮৯)**

گر تُو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو گی	ہائے! میں نارِ جہنّم میں جلوں گا یارَبّ!
عَفو کر اور سدا کے لئے راضی ہو جا	گر کرم کر دے تَو جنّت میں رہوں گا یارَبّ!

গার তু নারায হুয়া মেরি হালাকত হোগী হায়ে!
মে না'রে জাহান্নাম মে জলুঙ্গা ইয়া রব!
আফয়ো কর আওর সদা কে লিয়ে রাযী হো জা
গার করম কর দেয় তু জান্নাত মে রাহুঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৫ পৃ:)

হৃদয় উল্টে দেওয়া হয়

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের মেহেরবানী, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর করুণা যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর উম্মতকে অপমান করেন না, আমরা গুনাহ করলেও প্রথম যুগের জাতিদের মতো সম্মিলিত আযাব আমাদের উপর আসে না, আমাদের চেহারা বিকৃত করা হয় না, এই উম্মতকে প্রথম যুগের উম্মতদের মতো বানর ও শূকর বানানো হয় না। কিন্তু মনে রাখবেন! আল্লাহর অবাধ্যতার ফল তো অবশ্যই বের হয়। উলামায়ে কেরাম বলেন: পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাব ছিল শারীরিক খসফ ও মাসখ (অর্থাৎ প্রথম যুগের উম্মতরা অবাধ্যতা করলে তাদের জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হত, তাদের চেহারা বিকৃত করা হত, কেউ বানর হয়ে যেত, কেউ শূকর হয়ে যেত),

কিন্তু এই উম্মতের আযাব হলো আত্মিক খসফ ও মাসখ, আগে শরীর বদলানো হত, এখন হৃদয় বদলানো হয়। (তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৬৬, পৃ: ৪৫৪) আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ
(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং আমরা তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নসমূহকে ঘুরিয়ে দিবো।"

আল্লাহ পাকের আশ্রয়! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেরাই চিন্তা করুন! যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাকের লানত বর্ষিত হচ্ছে, যার জন্য পশুরাও লানতের দোয়া করছে, যার হৃদয়ই উল্টে দেওয়া হয়েছে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব থেকে কীভাবে বাঁচতে পারবে? তার হৃদয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নূর কীভাবে প্রবেশ করবে? তাই আমাদের সবার উপর আবশ্যক যে, গুনাহ থেকে, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে, নামায ছেড়ে দেওয়া থেকে, জামাআতে অনুপস্থিতি থেকে, সুদী লেনদেন থেকে, মিথ্যা, গীবত, চুগলি, ওয়াদা খেলাফী ইত্যাদি গুনাহ থেকে সবসময় বিরত থাকা। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله! হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রবেশ করবে, সিনা আলোকিত হবে, অতঃপর আল্লাহ চাইলে সিজদায় স্বাদ আসবে এবং তিলাওয়াতে মনও বসবে। তাই আজই সময় আছে, এটাই উত্তম যে আজই, বরং এখনই সত্যিকার তাওবা করে নিন, গুনাহ ছেড়ে দিন এবং দৃঢ় সংকল্প করুন যে: (১) এখন থেকে আর কখনো গুনাহ করব না, (২) এখন থেকে আমার কোন নামায কাযা হবে না, (৩) রমযানুল মুবারকের রোযাগুলোও পুরোপুরি রাখব, (৪) যদি যাকাত ফরয হয়, তাহলে তা পুরোপুরি আদায় করব, (৫) চেহারায় সুন্নাতে মুস্তফা, বরং সুন্নাতে আম্বিয়া অর্থাৎ দাড়ি শরীফও পুরো এক মুষ্টি সাজাব,

(৬) সিনেমা-নাটক দেখা, গান শোনার পরিবর্তে মাদানী চ্যানেলের জ্ঞানপূর্ণ প্রোগ্রাম দেখব, (৭) নাত শুনব, (৮) তিলাওয়াত করব ও শুনব।! اِنْ شَآءَ الله

তাওবা ও ইস্তেগফার সুন্দর জীবনের উৎস

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ یُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ یُؤْتِ كُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیْرٍ ۳

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এ যে, আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি তাওবা করো। তিনি তোমাদেরকে অতি উত্তম সামগ্রী উপভোগ করতে দিবেন একটা নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত; এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানের নিকট তাঁর অনুগ্রহ পৌঁছাবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করছি।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে বলা হয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন মানুষকে নির্দেশ দেন যে, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের বিগত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং ভবিষ্যতে গুনাহ করা থেকে তাওবা করো! যে ব্যক্তি তার গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করেছে এবং ইখলাসের সাথে তার রবের ইবাদতকারী বান্দা হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক তাকে প্রচুর রিযিক এবং বিলাসিতার জীবন দান করবেন এবং সে শান্তি ও স্বস্তির জীবন যাপন করবে, এর দ্বারা আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন। আর যে তাওবা না করে, কুফর ও গুনাহের উপর অটল থাকে, সে ভীতিকর জীবন-যাপন করবে, রোগে আক্রান্ত থাকবে এবং তাকে আল্লাহর

অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে হবে, যদিও দুনিয়ায় সে কিছু স্বাদ পেয়েও যায়, তবুও এমন বিলাসে কোনো কল্যাণ নেই যার পরে জাহান্নাম।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১১, সূরা হুদ, আয়াতের পাদটীকা: ৩, খন্ড: ৪, পৃ: ৩৯৩)

گناہ بے عدد اور جُرم بھی ہیں لاتعداد
مُعاف کردے نہ سہ پاؤں گا سزا یارب
میں کرکے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں
حقیقی توبہ کا کردے شَرَف عطا یارب

গুনাহ বে আদদ আওর জুরম ভী হ্যা লা আদদ
মুআফ কর দেয় না সেহ পাউঙ্গা সাযা ইয়া রব
মে কর কে তাওবা পলট কর গুনাহ করতা হুঁ
হাকীকী তাওবা কা কর দেয় শারফ আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) সম্পর্কচ্ছেদ একটি খারাপ দোষ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় দোষ যা মানুষকে রহমত থেকে বঞ্চিত করে এবং একেবারেই মূল্যহীন করে তোলে, তা হলো সম্পর্কচ্ছেদ, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আজকাল মানুষ সামান্য বিষয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। যেমন: অমুক তার ছেলের বিয়েতে ডাকেনি, তাই তার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ...!! অমুক বাড়িতে ডেকে যথাযথ সম্মান দেখায়নি, তাই আজ থেকে তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অমুক আত্মীয় আমার দোকানের পরিবর্তে পাশের দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনেছে, তাই তার সাথে কথা বলা বন্ধ। ছোট ছোট বিষয়ে জীবন-মরণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে), অথচ যেসব আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখার আদেশ রয়েছে,

অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করার আদেশ রয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠোর গুনাহের কাজ। হাদিস শরীফে রয়েছে: যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ পাক তাকে ছিন্ন করেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু সিলাতুর রেহেম, ২৭৬ পৃ:, হাদিস: ১৬৯৪ সারসংক্ষেপ)

সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি খোরাসানের (বর্তমান ইরানের একটি প্রদেশ) বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি মক্কায়ে মুকাররামায় বসবাস করতেন। লোকেরা তাঁর কাছে তাদের আমানত রাখত। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে দশ হাজার আশরাফী আমানত রেখে কোনো প্রয়োজনে সফরে চলে গেল। যখন সে ফিরে এলো, তখন খোরাসানের লোকটি মারা গিয়েছিল। সে তার পরিবার-পরিজনকে তার আমানতের কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তারা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করল। আমানতকারী ওলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, তার কী করা উচিত? তারা বললেন: আমরা আশা করি যে খোরাসানের লোকটি জান্নাতী হবে। তুমি এমন করো যে, অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ রাত পার হওয়ার পর যমযমের কূপের কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে। সে তিন রাত এমনটাই করল, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। সে আবার গিয়ে ওলামায়ে কেরামকে জানাল। তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن পড়ে বললেন: আমরা ভয় পাচ্ছি যে সে হয়তো জান্নাতী নাও হতে পারে। তুমি ইয়েমেন চলে যাও, সেখানে বারহূত নামক উপত্যকায় একটি কূপ আছে। সেখানে পৌঁছে একইভাবে ডাকো। সে এমনটাই করল, আর প্রথমবার ডাকতেই উত্তর পেল যে, আমি তোমার আমানত ঘরের অমুক স্থানে দাফন করেছি, সেই স্থানটি খনন করো, তুমি তোমার মাল পেয়ে

যাবে। মালপত্র সম্পর্কে জানার পর আমানতকারী সেই খোরাসানের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল: তুমি তো খুব নেককার মানুষ ছিলে, তবে এখানে কীভাবে এলে? সে বলল: খোরাসানে আমার কিছু আত্মীয় ছিল যাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে (অর্থাৎ সম্পর্ক ভেঙে) রেখেছিলাম, সেই অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছিল। এই কারণে আল্লাহ পাক আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন এবং এই স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

(তানবীহুল গাফিলীন, বাবু সিলাতুর রেহেম, ৭৩-৭৪ পৃ:, সারসংক্ষেপ)

ফুফুর সাথে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে নিলেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রসদ্ধি সাহাবীয়ে রাসূল। তিনি লোকদেরকে দরস (দ্বীনি শিক্ষা) দিতেন, একদিন তিনি লোকদেরকে হাদিস শোনাচ্ছিলেন, এই সময় তিনি বললেন: প্রত্যেক আত্মীয়তা ছিন্নকারী (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী) আমাদের মজলিস থেকে উঠে যান। এই ঘোষণা শুনে একজন যুবক উঠে গেল এবং তার ফুফুর কাছে গেল, যার সাথে তার বহু বছরের পুরনো ঝগড়া চলছিল। সে গিয়ে ক্ষমা চাইল, ফুফুকে সন্তুষ্ট করল। যখন তারা দুজনেই একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হল, তখন ফুফু বললেন: বেটা! তুমি গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর কাছে কারণ জিজ্ঞেস করো যে, এমন কেন হল? (অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ঘোষণার রহস্য কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে রহস্য জিজ্ঞেস করলে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُবললেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে বলতে শুনেছি: যে জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে, সেই জাতির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।

(আল আদাবুল মুফরদ, বাবু বিররুল আক্বরব ফাল আক্বরব, ৩১ পৃ:, হাদিস: ৬১ সারসংক্ষেপ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণাম

!اللہ !اللہ চিন্তা করুন! সাহাবিয়ে রাসূল, মানুষের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং কী বর্ণনা করছেন? আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বরকতময় হাদিস! এমন মজলিসে যদি রহমত না নামে, তবে আর কোথায় নামবে? কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর ভয় হল যে, এই মজলিসে হয়তো কোনো আত্মীয়তা ছিন্নকারী থাকতে পারে এবং আমরা তার কারণে রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব! এই হলো আত্মীয়তা ছিন্নকারীর পরিণাম! এখান থেকেই চিন্তা করুন যে, যে ঘরে আত্মীয়তা ছিন্নকারী থাকে, যে গলি বা মহল্লায় সে থাকে, সেই ঘর, সেই গলি এবং মহল্লায় রহমত কীভাবে নামবে...? আর যে নিজে আত্মীয়তা ছিন্নকারী, তার হৃদয়ে রহমত ভরা বাণী কুরআনুল কারীম কীভাবে স্থান পাবে? তাই আমাদের সকলের উপর আবশ্যক যে, আত্মীয়তা ছিন্ন করা থেকে খাঁটি ও সত্যিকারের তাওবা করা। যদি কোনো আত্মীয়ের সাথে কোনো দুনিয়াবী কারণে মনোমালিন্য চলে, তবে আজই তাদের বাড়িতে গিয়ে, যদি সম্ভব না হয় তবে ফোন করে বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের সাথে সন্ধি করার কোনো পথ বের করে নিন। সন্ধি করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আমাদের অহংকার। এই অহংকারকে একপাশে সরিয়ে দিন! আপনার ভুল না হলেও, কোনো ব্যাপার না, তবুও নমনীয় হন! ! اِنْ شَآءَ اللهসাওয়াব পাবেন।

সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেওয়ার ফযীলত

আল্লাহ পাকর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী: যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে, আমি তার জন্য জান্নাতের এক প্রান্তে একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি হুসনিল খুলক্ব, ৭৫৫ পৃ:, হাদিস: ৪৮০০)

অমুক আমার সাথে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে

যখন সম্পর্ক জোড়া, ঝগড়াঝাঁটি ও মনোমালিন্য দূর করার কথা আসে, তখন সাধারণত মানুষ অভিযোগ করে যে, অমুক আমার সাথে এমনটা করেছে, সে আমাকে এই কষ্ট দিয়েছে, সে ওই অন্যায় করেছে, আমি আমার সেই কষ্টগুলো কীভাবে ভুলব, তাকে কীভাবে ক্ষমা করব...?

এমন ইসলামী ভাইদের কাছে একটি প্রশ্ন: আপনার কথা অনুযায়ী অমুক আপনার সাথে অনেক জুলুম করেছে, অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। একটু বলুন তো! সে কি আপনাকে কূপে ফেলে দিয়েছে? তার কারণে কি আপনি আপনার মা-বাবার থেকে দূরে হয়েছেন? তার কারণে কি আপনাকে বাজারে বিক্রি করা হয়েছে? তার কারণে কি আপনাকে অন্যায়ভাবে জেল খাটতে হয়েছে? এই সবকিছু হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام-এর ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিল। তা সত্ত্বেও, যখন সেই ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام-এর সামনে এলেন, তখন তিনি কী বলেছিলেন?

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বলল, "আজ তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবে না।"

سُبْحَانَ الله! কী শান! হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام-এর ভাইয়েরা পরে তাওবা করেছিলেন, তারা সবাই একজন নবী হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام-এর সন্তান এবং একজন নবী হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام-এর ভাই এবং সবাই আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। কিন্তু চিন্তা করুন! তারা তাঁকে কত কষ্ট দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام-এর উন্নত চরিত্র দেখুন! তাঁর ক্ষমতা ছিল, তিনি মিসরের আযীয (অর্থাৎ মিসরের বাদশাহ) ছিলেন, তিনি চাইলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। অতএব, আমাদেরও সাহস করা উচিত! আজ সাহস করব, নিজের অহংকারকে দূরে সরিয়ে, ধৈর্যের ঢোক গিলে মনোমালিন্য দূর করব, মীমাংসার দিকে এগিয়ে যাব, তাহলে! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নসীব হবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা

হযরত আবুল লাইস সমরকান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তা বজায় রাখার ১০টি উপকারিতা রয়েছে: (১) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, (২) মানুষের খুশির কারণ হয়, (৩) ফেরেশতারা আনন্দিত হন, (৪) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই ব্যক্তির প্রশংসা হয়, (৫) শয়তান এতে কষ্ট পায়, (৬) হায়াত বৃদ্ধি পায়, (৭) রিযিকে বরকত হয়, (৮) মৃত পূর্বপুরুষরা (অর্থাৎ মুসলিম বাপ-দাদারা) খুশি হন, (৯) নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, (১০) মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, কারণ লোকেরা তার জন্য দোয়া করে। **(তানবীহুল গাফিলীন, বাবু সিলাতুর রেহেম, ৭৪ পৃ:, সারসংক্ষেপ)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, সম্পর্ক গড়ার এবং মানুষের সাথে ভালো আচরণ করার তাওফিক দান করুক।

আত্মীয়তা বজায় রাখার মানসিকতা আরও গড়ে তোলার জন্য এবং এর ফাযায়িল ও উপকারিতা ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা "তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন" পড়ে নিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তৃতীয় দোষ যা মানুষকে রহমত থেকে বঞ্চিত এবং মূল্যহীন করে তোলে তা হলো: পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। এর অনেক রূপ রয়েছে; হত্যা ও রক্তপাত, লুটপাট, চুরি-চামারি, গালিগালাজ, ঝগড়া করা, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, ধোঁকা দেওয়া, মাপে কম দেওয়া, ঘৃণা ছড়ানো ইত্যাদি সবই পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদের রূপ। এবং এর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপ হলো গুনাহকে প্রচলন করা।

সাধারণত মানুষ হত্যা ও রক্তপাত, লুটপাট এবং চুরি-চামারি করে না, এমন অত্যাচারী লোক হাজার জনের মধ্যে কয়েকজন হয়। কিন্তু গুনাহকে প্রচলন করা বা এর কারণ হওয়া, গুনাহ বা গুনাহের সুযোগ তৈরি করা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। (১) পিতা ঘরে গান শোনে, তার সন্তানরা কি গান শুনবে না? (২) পিতা ঘরে গুনাহে ভরা চ্যানেল লাগিয়ে দিয়েছে। (৩) ইন্টারনেট ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, নিজেও ইন্টারনেটের অপব্যবহার করে, সন্তানদেরও সুযোগ করে দেয়, এগুলো কি গুনাহের প্রচলনের রূপ নয়? (৪) একইভাবে প্রকাশ্যে গুনাহ

করা এবং সেগুলোকে ফ্যাশন নাম দেওয়া, যে ব্যক্তি এই গুনাহকে গ্রহণ করে না, তাকে তিরস্কার করা, তার উপর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা। (৫) বন্ধুদের সামনে গুনাহ করে বন্ধুদেরকে গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করা, "বাদ দেয় দোস্ত, এখন নেকীর যুগ নেই!" (৬) "মিথ্যা ছাড়া এখন চলেই না।" (৭) "যদি সুদী লেনদেন না করি, তবে কি না খেয়ে মরব?" (৮) "উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বত্র সুদ, আমরা তা থেকে বাঁচবই বা কীভাবে?" (৯) "আজকাল ধোঁকাবাজি দিয়েই কাজ চলে, এত সোজা হলে খাবে কোত্থেকে?" ইত্যাদি বাক্য আমাদের সমাজে বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের বাক্য বলে অন্যদেরকে গুনাহের প্রতি উস্কানি দেওয়া হয়, এটিও গুনাহ প্রচলনের একটি রূপ। (১০) একইভাবে টিভি চ্যানেল, ইউটিউব, ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে গুনাহকে প্রচার করা, এর প্রতি উৎসাহিত করা, বেপর্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কৌতুক, গান-বাজনাকে আধুনিক যুগের প্রয়োজন বলে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি সবই গুনাহ প্রচলনের রূপ যা আমাদের সমাজে ব্যাপক হয়ে গিয়েছে।

জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না!

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর পৃথিবীতে ফাসাদ করিও না সেটিকে সংশোধন করার পর।

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক রাসূল পাঠিয়েছেন, শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন, সৎকাজের দাওয়াত দিয়েছেন, গুনাহ থেকে নিষেধ করেছেন;

সুতরাং এখন গুনাহ ও অবাধ্যতা করে, অন্যদেরকে গুনাহের দিকে ডেকে জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না!

(তাফসীরে মাযহারী, পারা: ৮, সূরা আরাফ, আয়াতের পাদটীকা: ৫৬, খন্ড: ৩, পৃ: ৪১)

কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি

খাদেমে মুস্তফা, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের তালা, আর কিছু এমন আছে যারা অকল্যাণের চাবিকাঠি এবং কল্যাণের তালা। সুতরাং সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যার হাতে আল্লাহ পাক কল্যাণের চাবিকাঠি রেখেছেন এবং ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যার হাতে আল্লাহ পাক অকল্যাণের চাবিকাঠি রেখেছেন।

(জামে সগীর, ২১০ পৃ:, হাদিস: ২৪৬৫)

এই হাদিস শরীফে দুই ধরনের লোকের উল্লেখ আছে: (১) সেই ব্যক্তি যে কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের তালা। আল্লামা মুনাবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেছেন: এই ব্যক্তির এমন শান যে, তাকে দেখলে মানুষের নেকীর কথা মনে পড়ে, সে যেখানে যায়, নেকীর ধুম ফেলে দেয়, কথা বললে তার মুখ থেকে নেক কথা বের হয়, চিন্তা করলে নেকীর কথা চিন্তা করে, তার ভিতরও নেকীর উপর থাকে, এমনকি যে ব্যক্তি তার সাহচর্যে বসে, সেও নেককার হয়ে যায়। **(ফয়যুল কদীর, খন্ড: ২, পৃ: ৫২৮, হাদিসের পাদটীকা: ২৪৬৫)** (২) এবং দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে অকল্যাণের চাবিকাঠি এবং কল্যাণের তালা, অর্থাৎ সে প্রথমটির সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যেখানে যায়, অকল্যাণের বীজ বপন করে, তার মুখ থেকে অকল্যাণ বের হয়, তার হাত থেকে অকল্যাণ প্রকাশ পায়, তার চিন্তাভাবনাও অকল্যাণের উপর ভিত্তি করে

হয়, অর্থাৎ সে নিজেও খারাপ এবং অন্যদের কাছেও খারাপ জিনিসই পৌঁছায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুই ধরনের মানুষ আছে, যে কল্যাণের চাবিকাঠি (অর্থাৎ নেকী করে এবং নেকী ছড়ায়), তার জন্য সুসংবাদ; আর যে অকল্যাণের চাবিকাঠি (অর্থাৎ নিজেও খারাপ এবং খারাপিই ছড়ায়, তার কাজ, চরিত্র, কথা দিয়ে অন্যদেরকে খারাপির প্রতি উৎসাহিত করে), তার জন্য ধ্বংস। এখন আমরা চিন্তা করি যে, আমরা কাদের অন্তর্ভুক্ত, আমাদেরকে দেখে মানুষ খারাপি শেখে নাকি আমাদের মাধ্যমে কল্যাণ ছড়ায়? যদি আমরা ধ্বংস থেকে বাঁচতে চাই, আল্লাহর দরবারে, নিজের ঘরে, সমাজে নিজের কিছু ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে চাই, তাহলে এর জন্য নিজেদের জীবনের একটি নীতি তৈরি করে নিন যে, আপনার মাধ্যমে কখনোই কাউকে কোনোরকম মন্দের প্রতি উৎসাহিত করা হবে না, আপনার কথা, আপনার কাজ, আপনার চরিত্র, আপনার চালচলন, ধরন, পদ্ধতি শুধুমাত্র কল্যাণের উপর ভিত্তি করে হবে।

Don’t be the key to evil be a lock

বয়ানের সারসংক্ষেপ

কথার সারসংক্ষেপ হলো, যেসব লোক কুরআনুল কারীম পড়েও হেদায়েত পায় না, যারা ক্ষতিগ্রস্ত, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, তাদের তিনটি বড় দোষ রয়েছে: (১) আল্লাহর অবাধ্যতা করে, (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, (৩) পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। আমরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমান, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কালেমা পাঠকারী, আমাদের এই তিনটি দোষ থেকে বাঁচতে হবে। যদি আমরা তা করি, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه

اَلْكَرِيْم! আল্লাহ পাকের রহমতের হকদার হব, হৃদয় আলোকিত হবে, হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ চাইলে হৃদয় সরল পথে থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত অ্যাপ্লিকেশন

দাওয়াতে ইসলামীর আইটি বিভাগ থেকে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে, যার নাম হল: (Dar-ul-Ifta Ahlesunnat) (দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)। এই অ্যাপ্লিকেশনটি অহফৎড়রফ এবং রঙঝ থেকে সহজেই ডাউনলোড করা যাবে। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে (১) বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর উত্তর অডিও, ভিডিও এবং টেক্সট আকারে বিদ্যমান, (২) আহকামে তিজারত (ব্যবসায়ের বিধি-বিধান), (৩) ফরয উলুম কোর্স এবং (৪) তিজারত কোর্সও এই অ্যাপ্লিকেশনে অন্তর্ভুক্ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: বিতিরে নামাযের প্রসিদ্ধ দোয়ায়ে কুনুত পড়া সুন্নাত।

ব্যাখ্যা: এই মাসআলাটি কিছুটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে, মনোযোগ সহকারে বুঝে নিন! বিতির নামাযের তৃতীয় রাকাতের কিয়ামে, কিরাতের

পর যখন আমরা তাকবীর বলে হাত উঠিয়ে আবার হাত বাঁধি, এর পর দোয়া পড়া ওয়াজিব। এই সময় আমরা যেকোনো দোয়া (আরবী ভাষায়) পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে! বিশেষ করে দোয়ায়ে কুনুত (অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ) পড়া সুন্নাত। **(রদ্দুল মুহতার আলদ দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, খন্ড: ২, পৃ: ২০০)** আমাদের সমাজে এই বিষয়ে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। কিছু লোক যাদের দোয়ায়ে কুনুত মুখস্থ নেই, তারা চিন্তিত থাকেন যে, আমরা বিতির কীভাবে আদায় করব, তাদের জন্য বলা হচ্ছে যে, এই জায়গায় যেকোনো দোয়া পড়ে নিলেই হবে অথবা তিনবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড: ৭, পৃ: ৪৮৫)** এর সাথে এটিও মনে রাখবেন যে, এটিকেই অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া এবং আসল দোয়ায়ে কুনুত মুখস্থ না করা সঠিক নয়, কারণ বিতিরে নামাযে এই স্থানে বিশেষ সেই দোয়ায়ে কুনুত অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ দোয়াটি পড়া সুন্নাত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক ইসলামী আহকাম শেখার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসমাউল হুসনার বরকত (ওয়াযীফা)

يَا وَاسِعُ

যাকে বিচ্ছু কামড় দিয়েছে তাকে ৭০ বার يَا وَاسِعُ পড়ে ফুঁক দিলে, اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! বিষ কাজ করবে না। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২৫২ পৃ:)** আল্লাহ পাক আমাদের আমলের তাওফীক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد